

মুক্তমোনায় মানবিকতাবাদের বোমা -বিপ্লব

খাটে কাঁধ দিয়ে হিন্দুদের শব যাত্রায় লোকে হরিবোল বলে। আবার মানবিকতাবাদের বাঙালী গুরু শ্রীচৈতন্যকে স্মরণ করতেও লোকে হরিনাম নেয়। মুক্তমোনায় মানবিক বোমা ফাটার বহর দেখে বুঝতে পারছি না, অনন্ত আর সাহাদাত মানবিকতার শবে কাঁধ দিয়েছে না চৈতন্যপ্রেম জেগেছে!

মানবিকতায় দীক্ষিত চৈতন্যর ভাবশিষ্য নিত্যানন্দ তৎকালীন গুড্ডা ভাতৃদ্বয় জগাই মাধাইয়ের কাছ থেকে ইঁট পাটকেল খান। নিত্যানন্দের মাথা ফেটে রক্ত পড়ে। চৈতন্য নিত্যানন্দকে সরিয়ে আনতে গেলেন। নিত্যানন্দ চৈতন্যকে বলেছিলেন, কি যে বল গুরু, মেরেছে কলসীর কানা, তাই বলে ওদের প্রেম দেবো না? বৃটিশের লাঠিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন গান্ধী। কোন বৃটিশ বলতে পারবে, গান্ধী কোন কালে ব্রিটিশদের হিংসা করেছেন? কলসীর কানা বা বৃটিশদের লাঠি দূরে থাক, একটা শব্দের খোঁচা খেলে অনন্ত বা সাহাদাতবাবুর রক্ত গরম হয়-কুদ্দুস খানকে গালাগালি করে হৃদয় ঠান্ডা করেন, আর মুখে মানবিকতার বুলি। ভুতের মুখে রামনাম। এতে অন্যায় কিছু নেয়, কারণ মানুষমাত্রই রেগে গালাগাল দেয়। আমিও দিই! সেই জন্য বহুত্ববাদকে স্বীকার করি! কিন্তু এরা নিজেদের আয়নাতে দেখেও স্বীকার করবে না! মানবিকতাবাদের বোমা ফাটিয়ে মানবিকতা জিন্দাবাদ বলবে! ক্রসেডের সময় যেমন, খ্রীস্টানরা মুসলমানদের মেরে ফেলে, যীশুখ্রীস্টের প্রেম বিলিয়েছে! ওরে গান্ধীর জীবন নিয়ে কিছু পড়াশোনা কর। দেখবি যে মানবিকতাবাদী হতে গেলে আগে শরীরের রিপুগুলোকে দমন করতে হয়। না হলে যে মানবিক তার বহর দেখছি, তাকে গান্ধী বলতেন মাতালের মানবিকতা। নেশা কাটলেই হিংস্রতা!

কুদ্দুসবাবু মানুষ, নিজের দোষ স্বীকার করেন। উনি যে লিখলেন মুক্তমোনার মান পড়ে যাচ্ছে, তাই দলে দলে লোকে ভিন্নমতে আসছে, এট উনার নিজের বাজার অর্থনীতির দর্শন বিরোধী। আমরা আমাদের প্রোডাক্টের গুন কীর্তন করি, কিন্তু গ্রাহকের সামনে প্রতিযোগীদের প্রোডাক্ট নিয়ে কোন কথা বলি না। এটা বাজার অর্থনীতির পেশাদারিদ্ধ। কুদ্দুসদা বলতে পারতেন যে আমি ভিন্নমতকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলছি। তোমরা আমায় সাহায্য কর। না করে আবেগের বশে একটা অপেশাদারী কথা বলে ফেললেন।

কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা শুধুই লিখি। কুদ্দুসদা, নিজের ব্যবসার ক্ষতি স্বীকার করে, তার আদর্শ প্রচার করছেন। লস এঞ্জেলসের বাঙালীদের জন্য, লোকসানে বাঙলা পত্রিকা চালান। নিজের দেশের কথা সব সময় ভেবে চলেছেন। এহেন নিস্বার্থ মানুষটাকে বলা হচ্ছে আমেরিকার দালাল। তার আদর্শের সাথে মিল না থাকতে পারে, তিনি কিন্তু গনতান্ত্রিক নীতি মানছেন। সব আদর্শের লেখাইতো তিনি ছাপাচ্ছেন।

আমার ধারণা ছিল অভিজ্ঞ বাঙালীকে চটি বই ছারিয়ে গবেষণাগারে ঢোকাবে। সেই জন্যই মুক্তমোনা শ্রেষ্ঠ। ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লেখাটাকে বলছে নিরপেক্ষ লেখা! ফ্যাক্ট! কেন? ও নাকি আমেরিকা আর রাশিয়াকে সমান গালাগাল দিয়েছে! ব্যাস লেখাটা বিজ্ঞানবাদী হয়ে গেল! ইয়ার্কি হচ্ছে? আমেরিকার বিদেশ নীতি কারা চালায়, কি ভাবে তৈরী হয়, তার উপাদান কি কি, কত গুলি ইন্টারেস্ট গ্রুপ এর পেছনে আছে, রিস্ক ফাক্টর কি ভাবে নেওয়া হয়, কোন বিশ্লেষণ নেই, সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক টাইপের চটবুক মার্কা দুগ্ধপোষ্য রচনা লিখছে। জন্মে থেকেই ওরম লেখা হাজার হাজার দেখছি। আরে বাবা রাস্ট্রবিজ্ঞান অত সহজ হলে প্রিন্সটন, হার্ভার্ডের রাস্ট্রবিজ্ঞানের গবেষকদের চাকরী থাকত না। রাস্ট্র বিজ্ঞানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর দেওয়ারও দরকার ছিল না। শুধু আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি নিয়েই স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়া হয়। বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওয়েব সাইটে, আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে অনেক গবেষণা মূলক প্রবন্ধ আছে। সেগুলো পরলেই বোঝা যাবে কখন আমেরিকা ঘাতক, কেন ঘাতক। কখন সেবক। কখন বিশ্বাসঘাতক।

আবার কখন পরিত্রাতা। জাপানী অত্যাচার থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়াকে কমুনিজম থেকে বাঁচানো, সার্বিয়াতে সেনা পাঠানো। এর সবটাই সাম্রাজ্যবাদ?

আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি আমার পছন্দ নয়। তাই আমেরিকার ঘাতকনীতির সমর্থনে যুক্তি দেব না। কিন্তু বিজ্ঞানবাদের যেটুকু দাবী সেটাকে না মেটালেতো, সেতারা পিশীমা মার্কী চটিবই বেরোবে! যা দুমিনিটেই উড়িয়ে দেওয়া যায়। অভিজিত বিজ্ঞান নিয়েই লিখুক, ওর বিজ্ঞানের হাতটা খুব ভাল। কিন্তু মুক্তমোনার লাল প্রান্তনীদেব খুশী করতে রাজনীতি নিয়ে লিখলে, একটু গবেষণা করে লিখুক। যাতে মুক্তমোনার স্টান্ডার্ড বজায় থাকে।

ইফোরাম গুলির মধ্যে বিষয়বস্তুর বিন্যাসে, গেট আপে, মননশীলতায় মুক্তমোনা এখোনো নাম্বার ওয়ান। সকালে কুদ্দুসদাকে এটাই বললাম, যদি বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাস করেন, তাহলে অভিজিতের মতন, লেখা জোগার করুন। গেট আপ ভালো করুন। ভিন্নমোনায় আরো মননশীল লেখা আসুক। একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা হক। মুক্তমোনা যে বিশ্বমানেও মানবিকতার একটা শ্রেষ্ঠ সাইট এটা হয়েছে অভিজিতের নিরলস পরিশ্রমে আর বুদ্ধিমত্তায়। মুক্তমোনা অভিজিতের সাজানো বাগান। বাঙালীর গর্ব। কিন্তু কিছু প্রান্তন লালবাদীদের চাটুকারিতায়, মুক্তমোনার কাভারী যদি বিজ্ঞানবাদ থেকে লিফলেটবাদীতে অধঃপতীত হন, অচীরেই এই বাগান ছারখার হয়ে যাবে। কাদা না ছোটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এই পতনের প্রথম ধাপ।